Date of Publishing 5th August, 2023
18 pages

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৩

ASSOCIATION SAMBAD

August-2023 Volume 24 No. 5

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

❋

সুধীজন স্বাগত

❋

বিস্তারিত তথ্য জানতে, আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে নজর রাখুন।

সম্পাদকের কলমে

ওগো বাদলের পরী! যাবে কোন দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী
ওগো ও ক্ষণিকা, নব-অভিসার ফুরালো কি আজ তব?

বৃষ্টি মানে এক অনন্য অনুভূতি, মনে হয় কেউ তো আছে সাথে। মেঘের পরে মেঘ জমে, টাপুর টুপুর আষাঢ়ের দুপুরে, কাজল কাজল মেঘের আঁচলে, প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি, বৃষ্টি যখন নূপুর বাজিয়ে, মেঘলা দিনের আলোছায়া ঘিরে, আমাদের হৃদয়কে মথিত করে, আমাদের অনেকেরই একলা মনে, মাকড়সার জালের ছবি আঁকতে আঁকতে কতো কিছুই খেলা করে। দূরত্ব অজুহাত হলেও, রিমঝিম অঝোর ধারায়, অভিমানী উদাসী চোখ বলে উঠতে চায়, প্রাণ দিতে চাই, মন দিতে চাই, সবটুকু ধ্যান, সারাক্ষণ দিতে চাই, তোমাকে। হৃদয়ের জানালায় চোখ মেলে, বাতাসের বাঁশিতে কান পেতে আবেগী মনে, সব চিঠি সব কল্পনার রঙ মিশে একাকার হয়ে যেতে চায়। শ্রাবণ সন্ধ্যায়, স্বপ্ন সুখের ভাবনায়, অঝোর ধারায় ভিজে অনুভব করি, বাইরে বৃষ্টি ভেতরে বৃষ্টি। আর সেই ভেজা ভেজা মনের আঙিনায়, অন্ধকারে মুখ ঢেকে নবরাত্রির সূচনায় প্রাণ পায়, ঝড়ের রাতে অভিসার। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, মাটির সোঁদা গন্ধে, নিভৃত নির্জন চারিধারে তাকিয়ে মনে হয় সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব।

আগস্ট মাস এলেই স্মৃতির সিন্দুকের আগল খুলে ছোটবেলাকে ছুঁয়ে আসতে ইচ্ছে করে। বাংলার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ঝুলন পূর্ণিমার রীতি রেওয়াজ স্মৃতিপটে ভেসে আসে। এখনকার শহুরে প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হয়তো ভাবতেই পারবে না, আমাদের ছোটবেলায় আমরা রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর বারান্দার এক পরিসরে, মাটির ও প্ল্যাস্টিকের পুতুল দিয়ে ঝুলন সাজাতাম। তখন পাড়ায় পাড়ায়, এখনকার দুর্গাপূজার মতো থিম বানিয়ে প্রতিযোগিতার আসর বসাতাম। একটুকরো বারান্দাকে কৃত্রিম জিনিসপত্রে সাজিয়ে, রাঙিয়ে, ঢেউ খেলানো পাহাড়, নদী, গ্রাম, শহর ও এয়ারপোর্ট ইত্যাদিতে রূপদান করতাম। আমাদের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হতো সপ্তাহখানেক আগে থেকে। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে চলে যেতাম, ছুতোর পাড়ায় বিভিন্ন রঙের কাঠের গুঁড়ো সংগ্রহ করতে। প্রথমে বালি দিয়ে একটা ভূমিতল বানিয়ে উপরের দিকে এককোনে, ইঁট মাটি দিয়ে পাহাড় বানিয়ে তার উপর আলতো করে বসিয়ে দিতাম হালকা মাটি লাগানো ঘাসের চাপ, গাছের পাতা

ও ডালের অংশ। দূর থেকে দেখে মনে হতো পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড়ে বসবাস করাতাম মাটি এবং প্লাস্টিকের তৈরী খেলনা জীবজন্তু। সেই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে, মাঝ বরাবর, ভূমিতলের বালি দুদিকে সরিয়ে, এঁটেল মাটি কাদা দিয়ে একটা নদী বানাতাম। সেই নদী নিকটবর্তী একটা গ্রামে গিয়ে মিশতো। মাটি দিয়ে বানানো নদীর দুই পাড় শুকিয়ে গেলে, সেখানে জল ঢেলে চালানো হতো নৌকা। পাড়ার রাইসমিলের কালো পোড়া তুঁষ সংগ্রহ করে এনে বানিয়ে ফেলতাম শহরের পিচ রাস্তা। নদীর পাশ দিয়ে সেই পিচ রাস্তা চলে যেতো শহরে। আর গ্রামের ধারে লাল সুড়কি দিয়ে বানানো হতো গ্রামের পথ। শহর আর গ্রামের পথ বেয়ে চলতো খেলনা বাস, গরুর গাড়ি, রিক্সা ভ্যান ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরণের লিলিপুট সাইজের খেলনা মানুষ ছড়িয়ে থাকতো গ্রামে, নদীর ধারে, শহরের রাস্তায়, অফিসে ইত্যাদি নানা জায়গায়। দর্শকের ভিড় জমলেই, সবার অলক্ষ্যে, উঁচু থেকে বিশেষ সুতোর কৌশলে, এয়ারপোর্টে নেমে আসতো উড়োজাহাজ। বাচ্চারা অবাক হয়ে দেখতো।

সেই সময় আগ্রহী দর্শকের ভিড়, তাদের উৎসাহ এই মুহূর্তে লিখে হয়তো ঠিকমতো বোঝানো যাবে না। প্রায় চারদিন ধরে এই ঝুলন সাজানো চলতো। বাড়ির আশেপাশের পাড়া থেকে প্রচুর উৎসাহী মানুষ তাদের ছেলে মেয়েদের সাথে করে, এই ঝুলন সাজানো দেখতে আসতো। একটা ছেলেকে নির্দিষ্ট করে রাখা হতো, যে আগত দর্শকের সামনে অমূলস্প্রের দুধের টিনের কৌটোর ঢাকনায় টাকা পয়সা ঢোকানোর ছিদ্র করে, সেই কৌটোকে ভাঁড় হিসাবে ব্যবহার করতো। এবং কৌটার ভিতর কিছু খুচরো পয়সা রেখে কৌটো উপস্থিত দর্শকের সামনে ক্রমাগত নাচাতো। খালি টিনের কৌটোয় সেই পয়সার শব্দ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। প্রত্যেকদিন প্রচুর দর্শক আমাদের শিল্পকলা দেখে, খুশি হয়ে, সামান্য বকশিসও দিতো। ঝুলনের অন্তিম দিনে সংগৃহিত অর্থে, জমিয়ে খিচুড়ি পিকনিক করতাম আমরা। সে যে কি আনন্দের ছিল, বলে বোঝানো যাবে না। তখন তো আর এখনকার মতো মোবাইল ক্যামেরার চল ছিল না, তাই সেই সব ছবি আজও মনের ক্যামেরায় সযত্নে রাখা আছে। তবে শুনেছি, আজও কোনো অনুন্নত মফস্বলে এই পুতুল ঝুলন সাজানো হয়। মানুষকে নানা চরিত্রে সাজিয়ে, বিশাল তিনতলা চারতলা প্যান্ডেল বানিয়ে, মানুষ ঝুলনও সাজানো হয় নানা জায়গায়। সুযোগ পেলে একদিন সেই কাহিনীও শোনাবো। আমার মনে হয়, কোনোদিন সুযোগ করিয়ে, তাদের শিশুমনকে বিকশিত করা উচিত। আমরা তো অনেকেই শিশুদের চটজলদি খুশি করতে, তাদের হাতে বিভিন্ন গ্যাজেট তুলে দিয়ে তাদের আধুনিক

রোবট শিশু বানানোর প্রচেষ্টা জারি রেখেছি, তাদের শৈশবকে একটু ভিন্নধারায় ব্যবহার করে, তাদেরকে ইঁদুর দৌড়ে সামিল করছি। এককথায় বলতে গেলে আমরাই তাদের শৈশব চুরি করে নিয়েছি। হয়তো অনেক আধুনিক মা বাবা বলতেই পারেন, কীই বা এসে যায় এইসব পুরানো সংস্কৃতি সন্তানদের না দেখালে, না জানালে? সত্যিই তো, যেখানে নিজেদের গর্বের মাতৃভাষা বাংলা না শিখলে, তার অবমাননা করলে, কোনো কিছুই তাদের এসে যায় না, সেখানে তো ওনারাই সঠিক।

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পূণ্যলগ্নে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবার বর্গকে, আমাদের কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন রইল!!

জয় হিন্দ !!

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

গত ২৩শে জুলাই বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে "শ্রাবণ ও রবীন্দ্রনাথ এবং মেঘ বৃষ্টির মনের কথা" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রারম্ভিক সূচনা এবং উপস্থিত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখে আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী। প্রায় চার ঘন্টা ব্যাপী এই বিশেষ সাহিত্য সভায়, চল্লিশজনেরও বেশী বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, আবৃত্তিকার, সঙ্গীত শিল্পী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সভাটি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। শ্রোতাদের আসনেও ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে, শ্রী রাহুল মুখার্জী দ্বারা নির্মিত একটি চলমান ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কবিতা ও কথা নিয়ে প্রথম বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি যশোধরা রায় চৌধুরী। শ্রাবণ ও রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে একটি অসামান্য উপস্থাপনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী জয়ন্ত ঘোষাল। সুমন্ত্র বসু দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান। বর্ষার কবিতা পাঠে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি শ্রী অগ্নি রায়। বর্ষার কবিতা ও গদ্য পাঠে ছিলেন মুন্সী ইউনুস। মনের কথা, গল্প ও কবিতায় ছিলেন সংঘমিত্রা বন্দোপাধ্যায়, শাশ্বতী নন্দ, গোপা বসু, রিমা দাস, সুমেধা ভৌমিক, নবনীতা চ্যাটার্জী, রাখী আঢ্য, সুখাংশু চ্যাটার্জী, প্রিশিলা চট্টরাজ, ভাস্বতী গোস্বামী, শিবানী শর্মা এবং শ্রীতা মুখার্জী। সঙ্গীতে

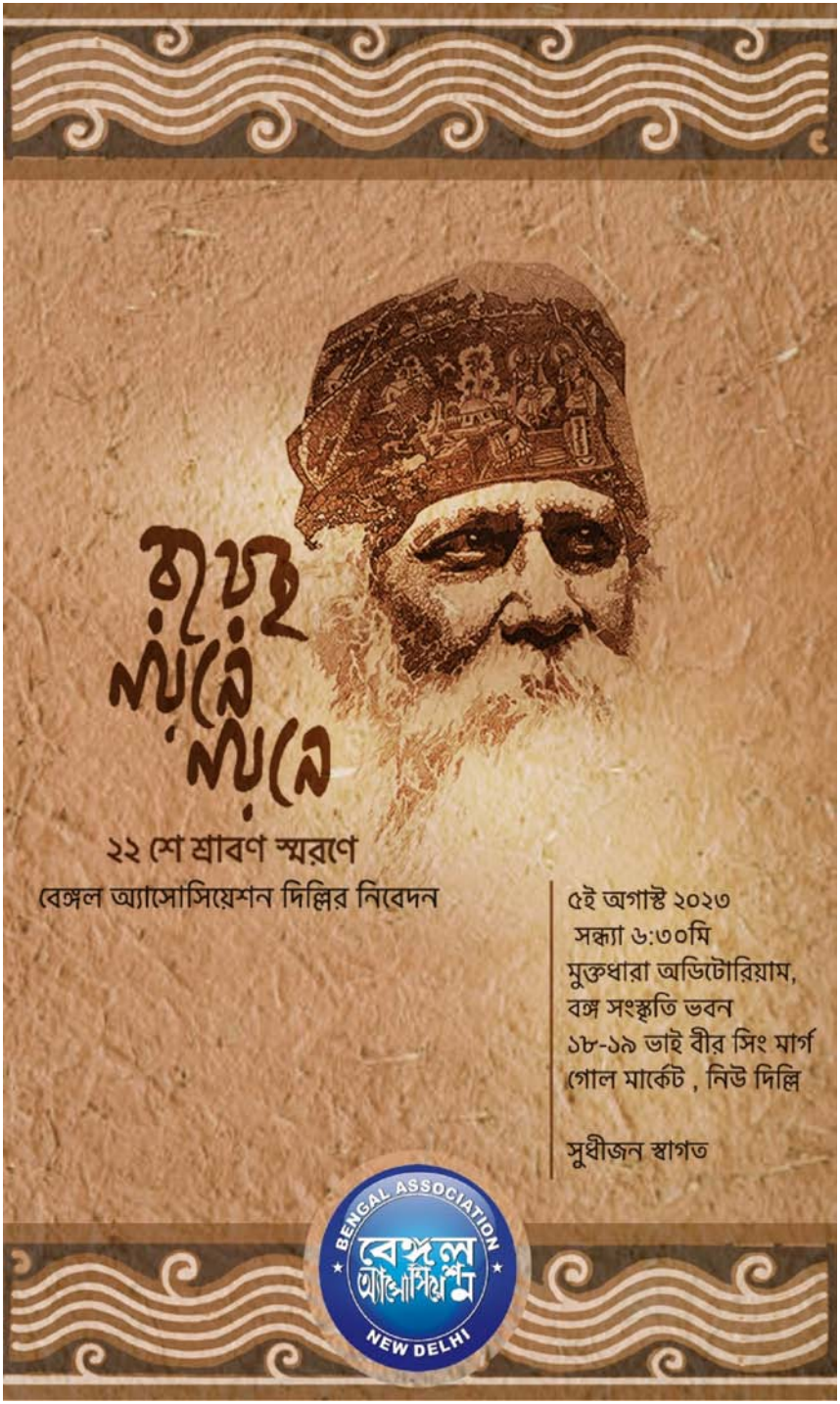

২২ শে শ্রাবণ স্মরণে
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দিল্লির নিবেদন
৫ই অগাস্ট ২০২৩
সন্ধ্যা ৬:৩০মি
মুক্তধারা অডিটোরিয়াম,
বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন
১৮-১৯ ভাই বীর সিং মার্গ
গোল মার্কেট , নিউ দিল্লি
সুধীজন স্বাগত
BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI

অংশ নিয়েছিলেন জাহানারা রায় চৌধুরী এবং রঞ্জিনী মুখার্জী। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ছিলেন শ্রী সুমন্ত কুমার ভৌমিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সৌরাংশু সিংহ। অনুষ্ঠান চলাকালীন, বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি এবং সভাকক্ষে মেঘ বৃষ্টি নিয়ে সকলের মনের কথার প্রতিফলন, এই সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ অন্য পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এতো সুন্দর একটি সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য সাহিত্য বিভাগের আহ্বায়ক শ্রীমতী শাশ্বতী গাঙ্গুলীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

গত ৩০শে জুলাই, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, আমাদের চতুর্থ নাট্যমেলা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জীর নির্দেশনায়, রাজধানী দিল্লির সৃজনী সোশিও কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন প্রস্তুত করেন নাটক "সিমলির গল্পটা..." এবং পরবর্তী নাটক হিসাবে, "থিয়েটার প্লাটফর্ম" গ্রুপ তাঁদের নাটক "সূর্যের অন্তিম কিরণ থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত" মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নির্দেশক শ্রী পূর্ণেন্দ ভট্টাচার্য্য। দিল্লির নাট্যপ্রেমী দর্শকদের এই সুন্দর সন্ধ্যাটি উপহার দেওয়ার জন্য দুই নাট্যদল ও প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকল নাট্যরসিক দর্শকদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শোক সংবাদ

গত ১৯শে জুলাই বিকেলে সোনার তরীর কর্ণধার শ্রী শুভাশীষ দত্ত মহাশয়ের জীবন অবসান হয়েছে। মস্তিষ্কের স্ট্রোক হয়ে তিনি গত তিন সপ্তাহ শয্যাশায়ী ছিলেন এবং নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আগামী সংবাদ

আগামী ৫ই আগস্ট, শনিবার, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ থেকে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিবেদিত, কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান "রয়েছ নয়নে নয়নে" উদ্‌যাপন করা হবে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পীরা এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কয়্যার গ্রুপ। আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের "বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস" আগামী ১১ই আগষ্ট, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লির ছ'টি বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে "বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস" পালন হবে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত, রাজধানী দিল্লিতে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, এ বছরের একবিংশতম বাংলা বইমেলা ও বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব শুরু হতে চলেছে বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন পরিসরে। রাজধানী দিল্লির সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের, সকলের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কাম্য। বিশদ বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আপনারা প্রয়োজনে আগামী পোস্ট এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইটে নজর রাখতে পারেন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের "বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস" আগামী ১১ই আগস্ট সকালে 'মুক্তধারা' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। দিল্লির ছ'টি বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে "বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস" পালন হবে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

বিশেষ সংবাদ

আগামী ৪ই আগস্ট, শুক্রবার আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, দিল্লির শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের গৌরবময় প্লাটিনাম জয়ন্তী অর্থাৎ ৭৫তম বর্ষ উদযাপন শুরু হচ্ছে স্কুল প্রাঙ্গণে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। যথাক্রমে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী লেখি, ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী কার্য্যালয়ের পরিচালক শ্রীমতি ভি ললিথালক্ষ্মী (আই এ এস), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিল্লির আবাসিক কমিশনার শ্রীমতী উজ্জয়িনী দত্ত (আই এ এস), কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ সংস্থার মহাপরিচালক শ্রী চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। পাঁচদিন ব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে স্কুল ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত করা বৈজ্ঞানিক মডেল সহ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় চিত্রকলা ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, বিভিন্ন দেশের স্ট্যাম্প, কয়েন এবং ব্যাংক নোট ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর

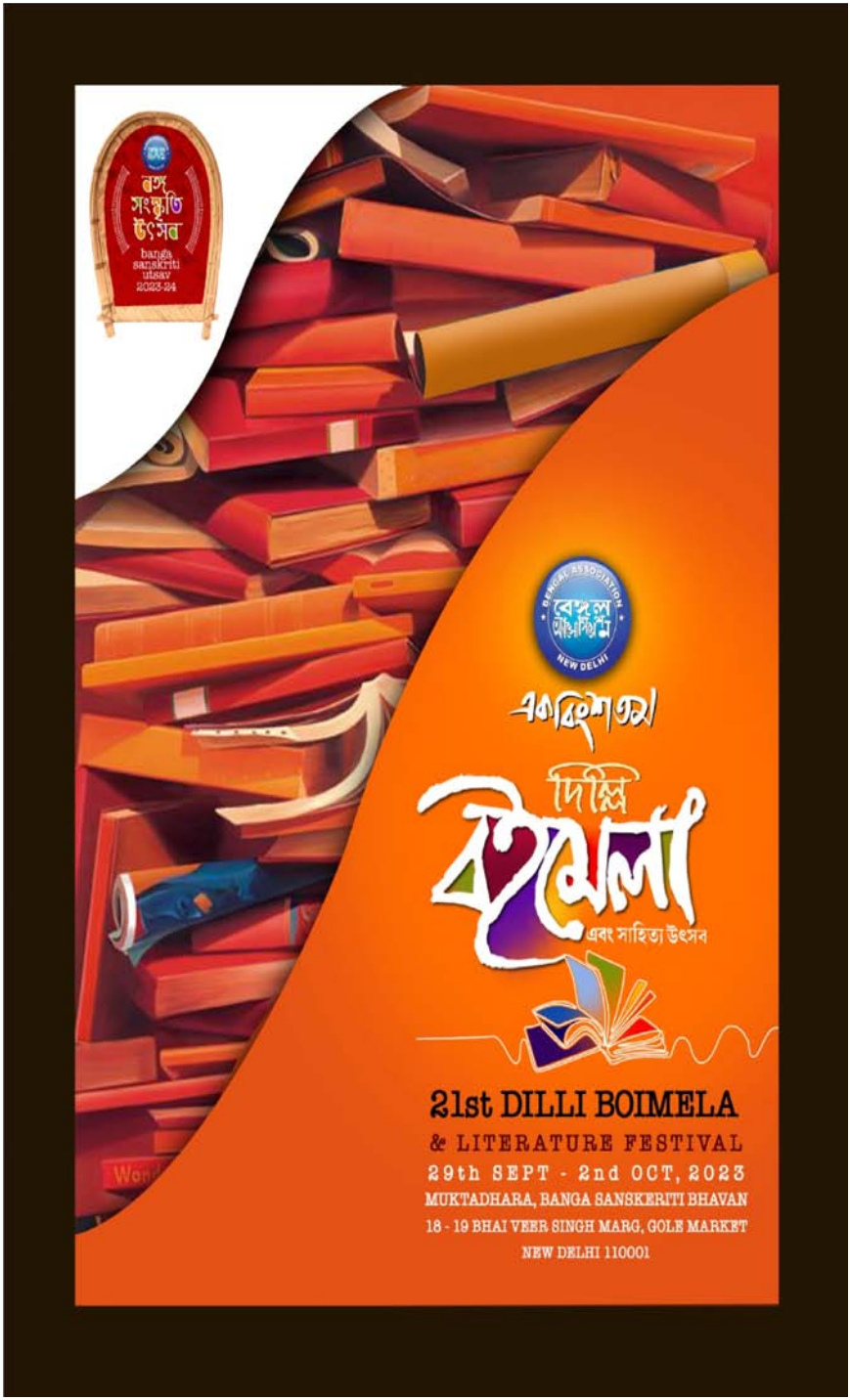
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব
banga sanskriti utsav
2023-24
BENGALI ASSOCIATION
NEW DELHI
একবিংশতম
দিল্লি
বইমেলা
এবং সাহিত্য উৎসব
21st DILLI BOIMELA
& LITERATURE FESTIVAL
29th SEPT - 2nd OCT, 2023
MUKTADHARA, BANGA SANSKERITI BHAVAN
18 - 19 BHAI VEER SINGH MARG, GOLE MARKET
NEW DELHI 110001

আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পেঙ্গুইন, হার্পার কলিন্স, আনন্দ, বিশ্বভারতী ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রকাশকের নানা বইয়ের সম্ভার একটা বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের জন্য গেমস, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে।

গত ২৩শে জুলাই, বর্ষার গান কবিতা নিয়ে মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে বসেছিল 'বঙ্গ সংস্কৃতির আসর'। মাথায় মেঘের পাগড়ী পরে আকাশ। আগাম কড়া না নেড়েই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি। রাজধানী দিল্লি শহরের প্রায় অর্ধেক জলমগ্ন। আসরের প্রথা মেনে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গেয়ে আসর শুরু করা হয়। আসরে উপস্থিত সকলেই গানটিতে কণ্ঠ মেলান। এমাসে যে সকল বাঙালী মনীষী জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের নাম পড়ে শোনান শ্রীমতী কাকলী সাহা। আসরের শুরুতেই দুটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক শ্রীমতী কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য! এবারের আসরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ীর সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুব্রত দাশ মহাশয়, হিন্দু সংবাদপত্রের প্রাক্তন ব্যুরো চীফ এবং প্রেস ক্লাবের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী বিনয় ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মালবিকা ঠাকুর। এছাড়াও ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মরত জে জে পলাশ এবং তাঁর স্ত্রী রেজিনা। সম্মানিত অতিথিদের আসরের পক্ষ থেকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে মন্দিরের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য। আসরে প্রতিবারের মতো উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য মহাশয় সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ সদস্য সদস্যাগণ। আসরে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মন্দিরের পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ এবং একটি কবিতা পড়ে শোনান শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রী তপন কুমার দে, কলকাতা থেকে আগত শ্রীমতী রত্না বিশ্বাস। আসরকে সুরে সুরে ভরিয়ে তোলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মিহির কুমার বাসু, সুপর্ণা লাহিড়ী, কাকলী সাহা, গোলাম কিবরিয়া পলাশ, হীরা সরকার, পায়েল বিশ্বাস এবং ডাঃ পার্থ রায় (ভাইরোলজিষ্ট)। কিংবদন্তী চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সম্পর্কে বলেন অধ্যাপক অঞ্জন রায় (IIT Delhi)। এরসঙ্গে অবশ্যই ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রোতারা যাঁদের উপস্থিতি আসরকে সম্পূর্ণতা দান করে। এমাসে যাঁদের জন্মদিন তাঁদের আসরের পক্ষ থেকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করা হয়। সমবেত কণ্ঠে 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি গেয়ে আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব
banga sanskriti utsav
2023-24

গত ২রা জুলাই, প্রতি মাসের মতো এবারেও 'কলমের সাত রঙ' পত্রিকার সাহিত্যসভা, চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীমন্দির সোসাইটির গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চল থেকে হাজির হয়েছিলেন কবি সাহিত্যিক গণ। উপস্থিত ছিলেন, কলমের সাত রঙের প্রধান উপদেষ্টা দীনেশচন্দ্র দাস, সভাপতি ড. তুষার রায়, সম্পাদক কালীপদ চক্রবর্তী ও অন্যান্য সাহিত্যিকেরা। কুমার আশীষ রায় সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে দেন। এছাড়াও হাজির ছিলেন কর্ণেল ডাঃ প্রণবকুমার দত্ত। সভায় স্বরচিত গল্প শোনান যূথিকা চক্রবর্তী, ড. তুষার রায়, রেখা নাথ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দীনেশচন্দ্র দাস, কালীপদ চক্রবর্তী, গৌতম দাশগুপ্ত, সুব্রত ঘোষ, মনীষা কর বাগচী, নীলোৎপল ঘোষ, সুদেষ্ণা মিত্র, অসীম মিশ্র, শর্বানীরঞ্জন কুণ্ডু, পার্থ ভট্টাচার্য ও তপন চ্যাটার্জী।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ৯ই জুলাই, রবিবার সহচরী বুক ক্লাবের তৃতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভার মুখ্য অংশ ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং সেশন। দিল্লির অভিজ্ঞ মনোবিদ শ্রীমতী বন্দনা দত্ত আনন্দ মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। 'মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ক আলোচনায় ছিলেন ডাঃ ভারতী সরকার। 'মেয়েদের মনের স্বাস্থ্য' এই আলোচনায় ছিলেন ডাঃ ইন্দিরা দাশ। সকল আমন্ত্রিত বক্তাগণ তাঁদের বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায়, উপস্থিত সহচরীদের সমৃদ্ধ করেছেন। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়, মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। সুগন্ধিত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সকল অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক শ্রীমতী আরাধনা জানা। অনুষ্ঠানের সূচনায় ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠে ছিলেন তপতী মুখার্জী, অরুণা ভট্টাচার্য এবং সোমা মণ্ডল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সহচরীদের দ্বারা লিখিত বইয়ের পাঠ ও পাঠ প্রতিক্রিয়ায় ছিলেন অদিতি সিনহা। চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী ওনার লিখিত, "আমার বাবা: কিছু স্মৃতি, কিছু বিস্মৃতি" বইয়ের সম্পর্কে অসাধারণ উপস্থাপনা করেছিলেন। আষাঢ়ের বৃষ্টি ভেজা দিনটির মাধুর্য দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল, সহচরী মঞ্জরী মাইতির সুললিত কণ্ঠের কবিতা পাঠে। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হিসাবে, সহচারীদের কণ্ঠে, একটি জনপ্রিয় লোকগীতি পরিবেশনের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য পরিবেশনায় অংশ নিয়েছিলেন, মঞ্জরী মাইতি। দিল্লির প্রবল বৃষ্টি প্রাকৃতিক

অঙ্কুর ankur

মদনপুর খাদার অঞ্চলে প্রান্তিক শিশুদের জন্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের স্কুল 'অঙ্কুর'।
স্কুলটির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।
নিচে QR Code স্ক্যান করে মুক্তহস্তে দান করুন।

A GENEROUS STEP TOWARDS THE GROWTH OF EDUCATION, PLEASE JOIN HANDS WITH US AND DONATE FOR **'ANKUR'** OUR PRIMARY SCHOOL AT MADANPUR KHADAR FOR THE UNDERPRIVILEGED. OUR SUPPORT TODAY, CAN GIVE THEM WINGS TO REACH THE SKY TOMMORROW!

Paytm Accepted Here

PLEASE SCAN THE QR CODE IF YOU WISH TO CONTRIBUTE FOR THIS NOBLE CAUSE. IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT OF THE TRANSACTION AT BENBAL ASSOCIATION MUKTADHARA OFFICE.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: 73034 54989

REGISTRATION No. 1295
of 1958-1959 UNDER SECTION 80G.
PAN: AAAAB0105G

দুর্যোগ মাথায় নিয়ে যে সকল সহচরীরা অনুষ্ঠানে স্থলে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন ও অনুষ্ঠানটি সফল করে তুলেছিলেন তাদের সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন সঞ্চালক শিবানী শর্মা।

রাজধানী দিল্লির আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ৫ই আগষ্ট, দিল্লির অন্যতম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী লে রিদম তাদের বিভিন্ন শাখা (গুরগাঁও, নয়ডা, দ্বারকা, চিত্তরঞ্জন পার্ক) থেকে প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী স্কুল শ্যামাপ্রসাদ স্কুলের হীরক জয়ন্তী উৎসবে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। উক্ত অনুষ্ঠানে, সংগীত নাটক পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত বংশীবাদক রাজেন্দ্রপ্রসন্নজীর মোহনীয় সুরে, তবলায় সঙ্গত করবেন অভিষেক মিশ্র। লে রিদমের কর্ণধার রাজীব মুখোপাধ্যায় সকলের সহৃদয় উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন।

আগামী ৬ই আগষ্ট, রবিবার, লোধি রোড সংলগ্ন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে, কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী স্বরূপ "বিদায় বেলার বাঁশির গান" শীর্ষক একটি প্রাণবন্ত সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছেন, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়া এবং প্রভাস প্রীতি কল্যাণী ট্রাস্ট, হাজারিবাগ। সংস্থার কর্ণধার শ্রী অমিতাভ মুখার্জী জানিয়েছেন, উক্তদিনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কিংবদন্তি সাধক শুভ গুহঠাকুরতার সুযোগ্য দৌহিত্রী প্রখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া গুহঠাকুরতা তাঁর মোহময় সঙ্গীতের মাধ্যমে, কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবেন। এই অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলতে উদ্যোক্তাগণ, সকল সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিদের স্বাগত জানিয়েছেন।

আগামী ৫ই এবং ৬ই আগষ্ট চিত্তরঞ্জন পার্কের, চিত্তরঞ্জন ভবনে, এই প্রথম সম্পূর্ণরূপে মহিলা নেতৃত্বাধীন দুদিনের মহিলা থিয়েটার উৎসব শুরু হতে চলেছে। রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী শমীক রায়ের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারী মহিলারা অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে চলেছেন। উৎসবের শুরুতে, সাহানা চক্রবর্তী এবং বঙ্গীয় সমাজ নাট্যদলের সোমা ব্যানার্জী, থিয়েটার তাঁদের জীবনে যে উদ্দেশ্য এবং পূর্ণতা নিয়ে এসেছে সেই নিয়ে আলোচনা করবেন। উৎসবের প্রথম দিনে, স্বপ্ন এখন প্রস্তুত করবেন নাটক ভুল রাস্তা এবং শেষ দিনে চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজ প্রস্তুত করবেন মনোজ মিত্রের নাটক বনজোছনা। দ্বিতীয় নাটকটি নির্দেশনায় আছেন শ্রীমতী গোপা বসু।

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
ANNUAL SCHOOL DAY
11TH AUGUST 2023 | MUKTADHARA AUDITORIUM
10 AM TO 1 PM
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি আয়োজিত
'বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান'
আগামী ১১/০৮/২০২৩
স্থান: মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহ
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

আগামী ৮ই আগষ্ট অর্থাৎ ২২শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি আয়োজিত, "শ্রাবণের ধারা" শীর্ষক একটি গীতি আলেখ্য প্রস্তুত করবেন, গানের তরী, সপ্তক ও আনন্দধারা এই তিনটি গানের দল। রাজধানী দিল্লির সকল সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুব্রত দাশ।

আগামী ১৩ই আগষ্ট, রবিবার, চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিনচন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায়, নবপল্লী নাট্য সংস্থা প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক, "তিনকড়ি দাসী, দ্য লেডি ম্যাকবেথ" মঞ্চস্থ হবে। নাট্য নির্দেশনা শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা এবং নাট্য রচনায় যুগ্মভাবে আছেন সোমা সিনহা এবং বিশ্বজিৎ সিনহা। সকল নাট্যপ্রেমী দর্শকদের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

আগামী ১৩ই আগষ্ট, রবিবার, চিত্তরঞ্জন পার্কের চিত্তরঞ্জন ভবনে বিকাল ৫.৩০ থেকে সহচরী গ্রুপের পক্ষ থেকে সহচরীদের শ্রাবণ যাপনের অঙ্গ হিসাবে, বৃষ্টি ঝরুক হৃদয়ে শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে, বৃষ্টি ও প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, বিরহের , বিষাদের গন্ধ মাখা কিছু কথা, কবিতা, গান ও নৃত্যের ডালি সাজিয়ে পরিবেশন করা হবে।

আগামী ১৯শে আগষ্ট, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়, রাজধানী দিল্লির মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'সাম্পান'-এর দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান, 'বর্ষার স্বপ্নে ভিজে'। প্রতিবছরের মতো এই বছরেও, মহিলা শিল্পী দ্বারা গঠিত 'সাম্পান' তাদের অনুষ্ঠান গানে ও নৃত্যে সাজিয়ে তুলবে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির বর্ণনার সাথে। দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে। দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আসন অলংকৃত করবেন কলকাতার প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী শ্রী সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল সঙ্গীত অনুরাগীদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সংস্থার কর্ণধার শ্রীমতী স্বরূপা মুখার্জী।

আগামী ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, দিল্লির শ্রীরাম সেন্টার অডিটোরিয়ামে, ক্রিয়েশন ড্যান্স একাডেমির ২৪তম বার্ষিক দিবস উপলক্ষ্যে একটি অসামান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। "ছন্দে আনন্দে" শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে, সংস্থার কর্ণধার এবং বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রী অরুণাভ ধরের সুদক্ষ পরিচালনায়, "নমামি গঙ্গে" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন ক্রিয়েশন ড্যান্স একাডেমির ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। এই

বিজ্ঞাপন

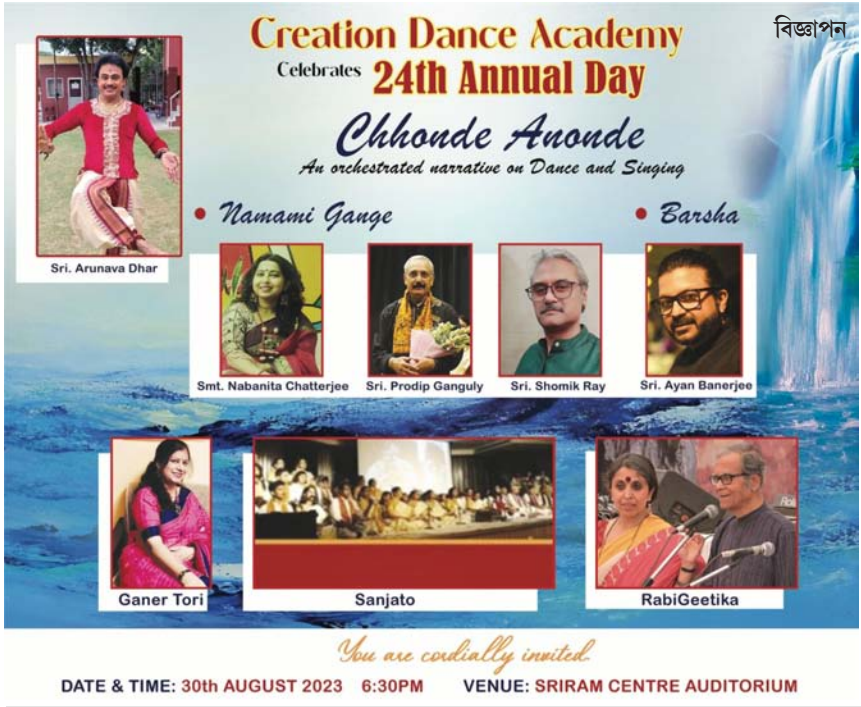

বিজ্ঞাপন

Shrutichchand (শ্রুতিছন্দ)

আপনি কি আপনার সন্তানকে তবলা, কি বোর্ড অথবা হারমোনিয়াম শেখাতে চান? সঙ্গীত শেখার কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। আপনি নিজের অথবা আপনার সন্তানের, হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিকাল ভোকাল, আঞ্চলিক গান অথবা রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখা ও চর্চা রাখার জন্য কোনো ভালো গানের স্কুলের খোঁজ করছেন, তাহলে আপনাদের জন্য একটা সুখবর নিয়ে এসেছি। এই স্কুলে শিক্ষার্থীরা অনলাইন বা অফলাইন ক্লাস বেছে নিতে পারে এবং এখানে প্রাচীন কলাকেন্দ্র চণ্ডীগড় এবং প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি এলাহাবাদ থেকে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স করানোর সুবিধাও আছে। এমনকি মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পর লাইভ পারফরম্যান্সের সুযোগ তথা রেকর্ডিং করারও সুযোগ পাবে। তাহলে আর দেরী না করে, বিস্তারিত তথ্যের জন্য, এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 9810956834 নম্বরে ।

ভরা শ্রাবণে রিমঝিম বৃষ্টি ধারাকে সাক্ষী রেখে, বর্ষার কবিতা শোনাবেন, রাজধানী শহরের বিখ্যাত বাচিক শিল্পীগণ, যথাক্রমে শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, শ্রী শমীক রায়, শ্রী অয়ন ব্যানার্জী এবং শ্রীমতী নবনীতা চ্যাটার্জী। বর্ষার ঘনঘটায়, কবিতা পাঠের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে, সুললিত গানের ছন্দ। তাই রাজধানী শহরের দুটি সুবিখ্যাত গানের দল "রবিগীতিকা" এবং "সঞ্জাত" গোষ্ঠীর সাথে বর্ষার গান পরিবেশনে উপস্থিত থাকবে, গানের তরী। রাজধানী দিল্লি সহ সন্নিহিত অঞ্চলের সকল সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ক্রিয়েশন ড্যান্স একাডেমি।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর "অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ কবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। **আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।**

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487

.